তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৪৪

**ঢাকা বিভাগে বিভিন্ন জেলায় মানবিক ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত**

ঢাকা, ২৩ জ্যৈষ্ঠ (৬ জুন) :

করোনা ভাইরাস মহামারির প্রেক্ষিতে মানবিক সহায়তা হিসেবে সরকারের পক্ষ হতে দেশব্যাপী ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। গতকাল ৫ জুন ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

 রাজবাড়ি   জেলায় ১ কোটি ২৪ লক্ষ ৯৪ হাজার ৮০৭ টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে  ৩ কোটি ৪৮ লক্ষ ৫৮ হাজার ৮০০ টাকা ১ লক্ষ টাকা শিশু খাদ্য এবং ১ লক্ষ টাকা গোখাদ্য  হিসেবে আর্থিক সহায়তা  প্রদান করা হয়।

 নরসিংদী জেলায় ২কোটি ৩৩ লক্ষ ৯২ হাজার ৫০ টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৬ কোটি ১৯ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৫০ টাকা,  শিশু খাদ্য হিসেবে ৪ লক্ষ ৯৫ হাজার ৫ শত টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

 গোপালগঞ্জ জেলায় ২ কোটি ৬৯ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৪ কোটি ২ লক্ষ ১৩ হাজার ৩৫০ টাকা এবং শিশু খাদ্য হিসেবে ৫ লক্ষ ১০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

 টাংগাইল জেলায় ৩ কোটি  ৫০ লক্ষ ১৮ হাজার ৬০০ টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের  মাধ্যমে ১২ কোটি ২ হাজার ৮ শত ৫০ টাকা এবং শিশু খাদ্য হিসেবে ৭ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

 শরীয়তপুর জেলার ২৫ হাজার টাকা শিশু খাদ্য হিসেবে প্রদান করা হয়।

 মুন্সিগঞ্জ জেলায় ১ কোটি ৭৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ২ কোটি ৮০ লক্ষ ১৪ হাজার ৭৫০ টাকা আর্থিক সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

 কিশোরগঞ্জ জেলায় ৩১ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৪ কোটি ৯৫ লক্ষ ১৩ হাজার ৯৫০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয় এবং শিশু খাদ্য হিসেবে ৪ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

 সংশ্লিষ্ট  জেলার  জেলা তথ্য অফিসসমূহ ঢাকা বিভাগীয়  তথ্য অফিসের মাধ্যমে  এসব তথ্য জানিয়েছে।

#

আনোয়ার/নাইচ/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/২২২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৪৩

**সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাদের দক্ষতার সাথে কাজ করতে হবে**

 **-- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ জ্যৈষ্ঠ (৬ জুন) :

 জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, সরকারি পরিকল্পনার সফল বাস্তবাযয়নে সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাদের আরো দক্ষতা ও সক্ষমতার সাথে কাজ করতে হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ সাভারে বাংলাদেশ লোক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আয়োজিত ৭২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকারের গৃহীত পরিকল্পনাসমূহের সফল বাস্তবায়নে সরকারি কর্মচারীদের ভূমিকা অপরিসীম। তাই এসব পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সদস্যদেরকে আরো দক্ষতা ও সক্ষমতার সাথে কাজ করতে হবে।

 তিনি বলেন, দেশ ও জনগণকে যথাযথ সেবা প্রদান করতে হলে সততার সাথে কাজ করতে হবে। জনগণ যেন সঠিক সময়ে যথাযথ সেবা পায় সেজন্য নিজেদেরকে আরো যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। এ সময় তিনি দেশকে আরো সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করার আহ্বান জানান

 বিপিএটিসি’র রেক্টর মো: জাফর ইকবাল, এনডিসির সভাপতিত্বে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কে এম আলী আজম অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বিপিএটিসি এর মেম্বার ডিরেক্টিং স্টাফ সৈয়দ মিজানুর রহমান, এনডিসি অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য এবং আবু মমতাজ সাদউদ্দিন আহমদ ধন্যবাদ বক্তব্য প্রদান করেন।

 ৬ মাস মেয়াদী এই প্রশিক্ষণ কোর্সে ৩৪ থেকে ৩৮ বিসিএস এর ১৬টি ক্যাডারের ৬২৭ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করছেন। সাভারের বিপিএটিসিসহ মোট আটটি প্রতিষ্ঠানে এই প্রশিক্ষণ কোর্স চলবে।

#

শিবলী/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৯৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৪২

**রাশিয়া থেকে দ্রুত ৫ মিলিয়ন করোনার টিকা স্পুটনিক ভি আমদানি করতে কাজ করছে সরকার**

 **–  পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ জ্যৈষ্ঠ (৬ জুন) :

 পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুর মোমেন  বলেছেন, বাংলাদেশ রাশিয়া থেকে দ্রুত ৫ মিলিয়ন করোনার টিকা স্পুটনিক ভি  আমদানি করতে আগ্রহী।  এ বিষয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কাজ করছে।

 আজ রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেক্সান্ডার আই  ইগ্নটভেরবিদায়ী সাক্ষাৎকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 ড. মোমেন বলেন, অনুমোদন পেলে বাংলাদেশের কয়েকটি কোম্পানি রাশিয়ার সাথে যৌথভাবে টিকা উৎপাদন করতে পারবে। তিনি রাশিয়া থেকে দ্রুত করোনার টিকা আমদানির ক্ষেত্রে  বিদায়ী রাষ্ট্রদূতের সহযোগিতা কামনা করেন।  রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র  নির্মাণ কাজের গতি এবং মানে সন্তোষ প্রকাশ করে কর্মরত রাশিয়ার বিশেষজ্ঞ এবং শ্রমিকদের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন মন্ত্রী।

 মন্ত্রী বলেন, রাশিয়া বাংলাদেশের পরীক্ষিত বন্ধু। তিনি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় রাশিয়ার সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন এবং সেসময়ের সহযোগিতার জন্য রাশিয়ার সরকার এবং জনগণকে ধন্যবাদ জানান।

 ড. মোমেন বাংলাদেশের উন্নয়নে রাশিয়ার অবদান এবং বিভিন্ন মেগা প্রজেক্টে রাশিয়ার উন্নয়ন সহযোগিতার কথা উল্লেখ করে রাশিয়া সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।  রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশে দায়িত্ব পালনকালে সহযোগিতার জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান।

 রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত ঢাকায় তাঁর কার্যকালের মেয়াদ শেষ করে আগামী ৮ জুন রাশিয়ার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করবেন।

#

তৌহিদুল/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৪১

**মাশরুমের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে প্রকল্পগ্রহণসহ সব ধরনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে**

 **-- কৃষিমন্ত্রী**

সাভার, ২৩ জ্যৈষ্ঠ (৬ জুন) :

 মাশরুমের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে ও সারা দেশে মাশরুমের চাষ সম্প্রসারণ করতে প্রকল্প গ্রহণের কাজ চলছে জানিয়ে কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক বলেন, দেশে অর্থকরী ফসল মাশরুম চাষের সম্ভাবনা অনেক বেশি। এই সম্ভাবনাকে সর্বোচ্চ কাজে লাগাতে হবে। ইতোমধ্যে মাশরুমের উন্নত জাত ও চাষের প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। এখন সারা দেশে দ্রুততার সাথে  কৃষক ও উদ্যোক্তা পর্যায়ে সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয় করা প্রয়োজন। সেজন্য,  উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের কাজ চলছে। পাশাপাশি অন্যান্য উদ্যোগও অব্যাহত আছে।

 মন্ত্রী আজ সাভারে মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে মাশরুম চাষি ও উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি ও নানান প্রণোদনার ফলে বিগত ১২ বছরে কৃষিতে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জিত হয়েছে। সরকারের লক্ষ্য কৃষিকে বাণিজ্যিকীকরণ ও লাভজনক করা এবং সকলের জন্য পুষ্টিসম্মত খাদ্য নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে মাশরুমের সম্ভাবনা অনেক। এটির চাষ সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয় করতে পারলে তা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বড় ভূমিকা রাখতে পারবে। দেশে লাখ লাখ শিক্ষিত বেকার যুবক রয়েছে যারা চাকরির জন্য চেষ্টা করছে। তাদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা করতে পারলে মাশরুমের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার তৈরি হবে। অন্যদিকে, মাশরুম অত্যন্ত পুষ্টিগুণ সম্পন্ন হওয়ায় সহজেই মানুষের পুষ্টি চাহিদার অনেকটা পূরণ হবে।

 মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের তথ্যানুসারে, মাশরুম উৎপাদন দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। দেশে বর্তমানে প্রায় ৪০ হাজার মেট্রিক টন মাশরুম প্রতি বছর উৎপাদন হচ্ছে যার আর্থিক মূল্য প্রায় ৮০০ কোটি টাকা। প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ মাশরুম ও মাশরুমজাত পণ্য উৎপাদন ও বিপণন সংশ্লিষ্ট কাজে যুক্ত হয়েছেন। অন্যদিকে, বিশ্বের অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ প্রায় সব দেশেই মাশরুম আমদানি করে থাকে । বাংলাদেশ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মাশরুম রপ্তানির অনেক সুযোগ রয়েছে।

 কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: আসাদুল্লাহ এর সভাপতিত্বে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো: এনামুর রহমান, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্তি সচিব (সম্প্রসারণ) মো: হাসানুজ্জামান কল্লোল, সাভার উপজেলা চেয়ারম্যান মঞ্জরুল আলম রাজিব, পৌর মেয়র আব্দুল গণি প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এছাড়া, মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সারাদেশ থেকে মাশরুম চাষি ও উদ্যোক্তাদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ‘বাংলাদেশে মাশরুম চাষের প্রয়োজনীয়তা, সুযোগ ও সম্ভাবনা’ শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের উপ-পরিচালক ফেরদৌস আহমেদ।

#

কামরুল/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৯২৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৪০

**‘বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার’ এর জন্য ৩০ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান মনোনীত**

ঢাকা, ২৩ জ্যৈষ্ঠ (৬ জুন) :

 বৃক্ষরোপণ অভিযানকে একটি টেকসই ও স্বতঃস্ফূর্ত কার্যক্রমে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুপ্রাণিত ও সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ‘বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার-২০১৯’ প্রদানের জন্য ১০টি শ্রেণিতে ১৪ জন ব্যক্তি ও ১৬টি প্রতিষ্ঠানকে চূড়ান্তভাবে মনোনীত করেছে সরকার।

 আজ ‘বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার ২০১৯’ মনোনয়ন চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিনের সভাপতিত্বে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত পদক সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।  সভায় অন্যদের মধ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার, সংসদ সদস্য শামীমা আক্তার খানম, মন্ত্রণালয়ের সচিব জিয়াউল হাসান এনডিসি, বন অধিদফতরের প্রধান বন সংরক্ষক আমীর হোসাইন চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এবং শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এর উপাচার্যগণ এবং প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মুকিত মজুমদার বাবু-সহ কমিটির অন্য সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

 উপজেলা, জেলা, বিভাগ পর্যায়ে বিচারের পর জাতীয় কমিটি চূড়ান্তভাবে মনোনীত করে থাকে। জাতীয় কমিটির সদস্যগণ বিস্তারিত আলোচনাক্রমে ‘প্রাথমিক বিদ্যালয়/উচ্চ বিদ্যালয়/এবতাদায়ী মাদ্রাসা/ সিনিয়র মাদ্রাসা’ শ্রেণি তে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কারের জন্য যথাক্রমে ধানদিয়া ইউনিয়ন ইনস্টিটিউশন,সাতক্ষীরা; কাজী মফিজ উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়, নরসিংদী এবং শিয়ালী তালেমুন কুরআন নূরনী ও হাফেজিয়া মাদ্রাসা, পটুয়াখালী মনোনীত করেন। ‘কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়’ শ্রেণিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয় যথাক্রমে মৌকরণ বি, এল, পি ডিগ্রি কলেজ, মৌকরণ, পটুয়াখালী; আছমতআলী খান কলেজ, লাউকাঠী, পটুয়াখালী এবং আলহাজ মোল্লা জালাল উদ্দিন কলেজ, খুলনা । ‘ইউনিয়ন পরিষদ/উপজেলা পরিষদ/জেলা পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন’ শ্রেণিতে প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কারের জন্য যথাক্রমে উপজেলা পরিষদ, রামপাল, বাগেরহাট এবং ঈশ্বরদী পৌরসভা, পাবনা মনোনীত হয়। ‘অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সেক্টর কর্পোরেশন/প্রতিষ্ঠান’ শ্রেণিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কারের জন্য যথাক্রমে আর.আর.এফ, খুলনা এবং পটুয়াখালী পওর বিভাগ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পটুয়াখালী এবং কেরানীগঞ্জ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্ৰ ইটাভাড়া, ঢাকা মনোনীত হয়। এনজিও/ক্লাব/স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা’ শ্রেণিতে প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কারের জন্য যথাক্রমে বনায়ন , জগতি, কুষ্টিয়া এবং বাংলাদেশ স্কাউটস, পঞ্চগড় মনোনীত হয়েছেন। ‘বন বিভাগ কর্তৃক সৃজিত বাগান’ শ্রেণিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কারের জন্য যথাক্রমে সামাজিক বন বিভাগ, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর; সামাজিক বন বিভাগ যশোর (এসএফএনটিসি) সাতক্ষীরা এবং কক্সবাজার উত্তর বন বিভাগ, কচ্ছপিয়া বিট, বাঘখালী রেঞ্জ মনোনীত করা হয়।

 ‘ব্যক্তিগত পর্যায়ে বৃক্ষরোপণ’ শ্রেণিতে প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কারের জন্য যথাক্রমে উনুচিং মারমা, খাগড়াছড়ি; পারভীন সিরাজ, মুন্সিগঞ্জ এবং তৃতীয় পুরস্কারের জন্য যৌথভাবে ইসাক আহমেদ, নাটোর এবং মো: মেহেদী হাসান কবির, বড়লেখা, মৌলভীবাজার মনোনীত হয়েছেন। ‘ব্যক্তি মালিকানাধীন নার্সারী’ শ্রেণিতে প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কারের জন্য যথাক্রমে উত্তরা ভাই ভাই নার্সারি, প্রোঃ হেলেনা আক্তার হেনা, সাভার, ঢাকা; ফতেয়াবাদ নার্সারি, প্রোঃ মোছাম্মঃ রুজিনা ইয়াছমিন, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম এবং তৃতীয় পুরস্কারের জন্য যৌথভাবে বৃক্ষবন্ধু নার্সারি, প্রোঃ নিলু বেগম, মৌলভীবাজার এবং সততা নার্সারি, অঞ্জনা রানী পাল, খুলনা মনোনীত হয়েছেন। ‘বাড়ির ছাদে বাগান সৃজন’ শ্রেণিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কারের জন্য যথাক্রমে নাহিদা বারিক, কলাবাগান, ঢাকা; রাখী দে, দিনাজপুর সদর এবং ওয়াহিদা ইয়াসমিন, বেতিয়াপাড়া, রাজশাহী মনোনীত হয়েছেন। ‘বৃক্ষ গবেষণা/সংরক্ষণ/উদ্ভাবন’ শ্রেণিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কারের জন্য ড. মোঃ আব্দুল হাকিম মন্ডল, রাজবাড়ী; মোঃ মোকাম্মেল হক খান, চট্টগ্রাম এবং হৃদয় চন্দ্ৰ দেবনাথ, মৌলভীবাজার মনোনীত হয়েছেন।

 সভাপতির বক্তব্যে বনমন্ত্রী বলেন, দেশে অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বৃক্ষরোপণ করে প্রশংসনীয় কাজ করে চলেছেন। তিনি বলেন, সরকার গত অর্থবছর দেশে আট কোটির অধিক বৃক্ষ রোপণ করেছে, এবারেও আট কোটির ওপরে বৃক্ষরোপণ করা হবে। সরকারের পাশাপশি ব্যক্তি ও বেসরকারী সংস্থাসমূহ এগিয়ে আসলে জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযানের এবারের প্রতিপাদ্য,’মুজিববর্ষে অঙ্গীকার করি, সোনার বাংলা সবুজ করি’ বাস্তবে রূপ দিতে পারবো।

#

দীপংকর/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৩৯

# জাতির পিতা হত্যাকাণ্ডে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ৪ আত্মস্বীকৃত খুনির খেতাব বাতিল করে প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৩ জ্যৈষ্ঠ (৬ জুন) :

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সপরিবারে হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত এবং আদালতকর্তৃক মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ৪ আত্মস্বীকৃত খুনির মুক্তিযোদ্ধা খেতাব বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

 আজ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব রথীন্দ্র নাথ দত্ত স্বাক্ষরিত এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

 বাতিলকৃতরা হচ্ছে লেঃ কর্নেল শরিফুল হক ডালিম (বীর উত্তম গেজেট নং-২৫), লেঃ কর্নেল এস এইচ এম এইচ এম বি নুর চৌধুরী (বীর বিক্রম গেজেট নং-৯০), লেঃ এ এম রাশেদ চৌধুরী (বীর প্রতীক গেজেট নং-২৬৭),  নায়েক সুবেদার মোসলেম উদ্দিন খান (বীর প্রতীক গেজেট নং-৩২৯)।

 এ বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য শহিদদের হত্যা মামলায় আত্মস্বীকৃত আদালত কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ঘৃণ্য এই ৪ খুনির মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বসূচক খেতাব থাকা জাতির জন্য লজ্জাজনক সেজন্য এ গেজেট বাতিল করা হয়েছে।

 উল্লেখ্য, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত  জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের ৭২তম সভায় এই ৪ খুনির খেতাব বাতিলের সুপারিশ করা হয়।

#

মারুফ/পাশা/রফিকুর/রেজাউল/২০২১/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৩৮

**শহরের জনদুর্ভোগ যেন গ্রামে না যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে**

 **-- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ জ্যৈষ্ঠ (৬ জুন) :

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, গ্রামে শহরের সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দিয়ে যাতে শহরের ন্যায় জনদুর্ভোগ তৈরি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে 'আমার গ্রাম, আমার শহর দর্শন' বাস্তবায়ন করা হবে।

 আজ স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক অনলাইনে আয়োজিত 'আমার গ্রাম, আমার শহর' বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনায় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় সভাপতির বক্তব্যে মন্ত্রী একথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, শহরে যে সকল সমস্যা জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করে সেগুলোকে বিবেচনায় নিয়েই গ্রামকে শহরে রূপান্তরিত করতে হবে। রাজধানীসহ দেশের বড় বড় নগরে অবৈধভাবে জায়গা দখল করে অবকাঠামো নির্মাণের ফলে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে। পর্যাপ্ত রাস্তা, খোলা জায়গা, ড্রেনেজ ব্যবস্থা, অন্যান্য নাগরিক সেবা নিশ্চিত না করে গড়ে উঠেছে মহানগরী। উন্নয়ন এমন ভাবে করতে হবে যেন শহরের নাগরিকরা যে অসুবিধা ভোগ করে সেগুলো গ্রামে না থাকে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। শহরের নানা নাগরিক সমস্যা এবং অবৈধভাবে দখল হওয়া খাল, জলাশয় পুনরুদ্ধারে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বলেও জানান তিনি।

 মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, মানুষের জীবন যাপনে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা এবং চাহিদা অন্তর্ভুক্ত করে উপজেলাভিত্তিক দ্রুত মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করতে হবে। তিনি বলেন, মানুষের আবাসিক এরিয়া, এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড, গ্রিনাইজেশন, প্লে-গ্রাউন্ড, রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, স্কুল-কলেজ, কমিউনিটি ক্লিনিক, শপিংমল, শিল্পাঞ্চল, নদী-নালা, খাল-বিল সংরক্ষণসহ সবকিছু পরিকল্পিতভাবে করতে হবে। যেখানে সেখানে যাতা তৈরি করে মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা যাবে না।

 মন্ত্রী আরো বলেন, মাস্টার প্ল্যান শুধু নেওয়ার জন্য নয়, যৌক্তিক কারণ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে নিতে হবে। যেকোনো জায়গায় বাসা-বাড়ি, দোকানপাট, কিন্ডারগার্টেন স্কুল, ক্লাব, মাদ্রাসা, কবরস্থান এভাবে চলতে দিলে দেশকে পরিকল্পিত ভাবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে না।

 মন্ত্রী জানান, আমার গ্রাম, আমার শহর কারিগরি সহায়তা শীর্ষক একটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের জন্য পরামর্শক ও সহায়ক কর্মচারী জন্য একটি অফিস স্থাপন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে পাইলট হিসেবে ১৫ টি গ্রামকে নির্বাচনের কাজ চলছে।

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, সরকারি নির্দেশনা এবং দলীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নসহ ইউনিয়ন পরিষদকে দিয়ে অনেক কাজ করার সুযোগ রয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা বাড়াতে পরিষদকে লোকবল এবং লজিস্টিক সাপোর্ট দিয়ে শক্তিশালী করার পাশাপাশি জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।

 পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য, স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিবসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব/সচিব, এলজিইডি ও ডিপিএসই এর প্রধান প্রকৌশলী এবং প্রতিনিধিগণ অংশ নেন।

#

হায়দার/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৮৫৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৩৭

**অর্থনীতিকে শক্তিশালী ও টেকসই উন্নয়নের জন্য**

**সিএমএসএমই খাতকে সম্প্রসারিত করার কোনো বিকল্প নেই**

 **-- শিল্পমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ জ্যৈষ্ঠ (৬ জুন) :

অর্থনীতিকে শক্তিশালী ও টেকসই উন্নয়নের জন্য কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি (সিএমএসএমই) শিল্প খাতকে সম্প্রসারিত করার কোনো বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। তিনি বলেন, করোনা মহামারির মধ্যেও বিসিক শিল্পনগরী এলাকাগুলোতে উৎপাদন অব্যহতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে সিএমএসএমই শিল্পখাতকে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এখাত কর্মসংস্থান, জিডিপি প্রবৃদ্ধি, নারীর আর্থিক ক্ষমতায়ন ও রপ্তানি আয় বাড়াতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। রূপকল্প-২০২১, ২০২৬ সালের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে এলডিসি গ্রাজুয়েশন, ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সাল নাগাদ শিল্পোন্নত বাংলাদেশ গড়ার মতো সরকারের নির্ধারিত উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো অর্জনে এখাত ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

 ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রিজম প্রকল্পের টেকনিক্যাল এসিসটেন্স কম্পোনেন্ট ও ইকোনমিক রিপোটার্স ফোরাম (ইআরএফ) আয়োজিত ‘Impact of Covid-19 on CMSMEs and Understanding thier Recovery: Evldeence from BSCIC Industrieral Estates’ শীর্ষক **ওয়েবিনারে** **প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী আজ ভার্চ্যুয়ালি এসব কথা বলেন।** ইআরএফ এর প্রেসিডেন্ট শারমিন রিনভী সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত ও হেড অভ্‌ ডেলিগেশন Rensje Teerink, বিসিকের চেয়ারম্যান মোশতাক হাসান এনডিসি এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো: গোলাম ইয়াহিয়া। স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রিজম প্রকল্পের টেকনিক্যল এসিসটেন্স কম্পোনেন্ট এর টিম লিডর আলী সাবেত। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন প্রিজম টেকনিক্যাল এসিসটেন্ট প্রকল্পের সিনিয়র এক্সপার্ট ও বিআইডিএস এর গবেষণা পরিচালক ড. মঞ্জুর হোসেন। অন্যদের মধ্যে প্যানেল আলোচক হিসেবে অংশ নেয় বাংলাদেশ ব্যাংকে সাবেক গভর্নর আতিউর রহমান, প্রাণ আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সিইও আহসান খান চৌধুরী, বিল্ড এর চেয়ারপার্সন আবুল কাশেম খান, ঢাকা চেম্বার অভ্‌ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি রিজওয়ান রহমান। এতে সঞ্চালনা করেন ইআরএফ এর সাধারণ সম্পাদক এসএম রাশেদুল ইসলাম।

মন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশ এখন স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা ভোগ করেছে। যা জাতির জন্য এক মহান গৌরবের বিষয়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি, নারীর ক্ষমতায়ন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিসহ আর্থসামাজিক প্রতিটি সূচকে এগিয়েছে বাংলাদেশ। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর এই ক্ষণে সমৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত রেখে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সম্মিলিতভাবে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

 বিশেষ অতিথির বক্তব্যে রেনজি থ্রিংক কোভিড-১৯ এর আর্থিক ক্ষতি মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের প্রসংশা করেন। করোনা মহামারিতে যারা কর্ম হারিয়েছে, তাদের দ্রুত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে সিএমএসএমইখাতের আরো নজর বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। ভবিষ্যতেও ইইউ বাংলাদেশের পাশে থাকবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৮৫৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৩৪

**কোভিড**-**১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৩ জ্যৈষ্ঠ (৬ জুন) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৫ হাজার ৬১৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ৬৭৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৮ লাখ ১০ হাজার ৯৯০ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৮জন-সহ এ পর্যন্ত ১২ হাজার ৮৩৯ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৭ লাখ ৫১ হাজার ৩২২ জন।

#

হাবিবুর/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৮১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৩৬

**সহসাই চলচ্চিত্রে ফিরবে স্বর্ণযুগ**

 **--তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ জ্যৈষ্ঠ (৬ জুন) :

 ‘চলচ্চিত্রে শিল্পে সহসাই স্বর্ণযুগ ফিরে আসবে’ এ প্রত্যয় ব্যক্ত করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে এদেশে যে শিল্পের যাত্রা শুরু, সেই চলচ্চিত্র যাতে দেশকে স্বপ্নের ঠিকানায় নিয়ে যেতে মানুষকে প্রত্যয়ী ও সমৃদ্ধ করতে ভূমিকা রাখতে পারে, সেই লক্ষ্য নিয়েই আমরা কাজ করছি।’

 আজ সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির নবনির্বাচিত পরিষদের সাথে মতবিনিময়কালে মন্ত্রী এসকল কথা বলেন। তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মোঃ মকবুল হোসেন এসময় উপস্থিত ছিলেন। পরিচালক সমিতির সভাপতি সোহানুর রহমান সোহান সংগঠনের পক্ষে সূচনা বক্তব্য দেন।

 মন্ত্রী বলেন, ‘চলচ্চিত্র মাধ্যমে দেশের মানুষের জীবনচিত্র যেমন পরিস্ফুটন করা যায়, একইসাথে মানুষের মনন তৈরি করার ক্ষেত্রেও চলচ্চিত্র বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে। এদেশের চলচ্চিত্রকারবৃন্দ ও শিল্পী-কুশলীরা  অনেক মেধাবী, বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কার তারা পেয়েছেন এবং তাদের হাত দিয়ে তৈরি অনেক ছবি বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। চলচ্চিত্র শিল্পে শুধু স্বর্ণযুগ ফিরিয়ে আনাই নয়, আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র যেন বিশ্ব অঙ্গনেও জায়গা করে নিতে পারে।’

 ইতোমধ্যে চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নে বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে জানিয়ে ড. হাছান বলেন, বন্ধ সিনেমা হল চালু করতে কিম্বা চালু থাকলেও তার আধুনিকায়নে এবং নতুন সিনেমা হল স্থাপনের জন্য প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ১ হাজার কোটি টাকার বিশেষ তহবিল গঠন করেছেন। এই তহবিল থেকে ঢাকা ও চট্টগ্রামে শতকরা ৫ টাকা হার সুদে এবং ঢাকা ও চট্টগ্রামের বাইরে শতকরা ৪ দশমিক ৫ টাকা হার সুদে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ চালু করা একটি অভূতপূর্ব পদক্ষেপ। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সহযোগিতায়ই আমাদের এই প্রচেষ্টা বাস্তবে রূপ নিয়েছে। এটি  কাজ হয়েছে। এছাড়া প্রতি জেলায় নির্মীয়মান তথ্য ভবনের সাথে একটি করে সিনেমা হল থাকবে, যা ইতোমধ্যেই জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের বৈঠকে পাশ হয়েছে।

 ‘প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে চলচ্চিত্র নির্মাণে অনুদানের বছরপ্রতি বরাদ্দ ৫ কোটি থেকে ১০ কোটি টাকায় উন্নীত করা, আগের ১০টি থেকে বাড়িয়ে গতবছর ১৬টি সিনেমাকে অনুদান দেয়া, অনুদানের ছবি আগে হলে মুক্তি না পাওয়া থেকে এখন কমপক্ষে ২০টি হলে মুক্তি দেয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে’ জানান তথ্যমন্ত্রী। তিনি আরো জানান, এফডিসি’র নতুন ভবন নির্মাণ ও সৌন্দর্যবর্ধনে দু’টি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এছাড়া গাজীপুরে বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটির প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষে দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যক্রমও শেষ পর্যায়ে। চট্টগ্রামেও এফডিসির একটি আউটলেট করার জন্য বিটিভি থেকে এক একর জায়গা এফডিসিকে দেয়া হয়েছে।

 তথ্যমন্ত্রী এসময় চলচ্চিত্র নির্মাণে এফডিসি নির্ধারিত ব্যয় কমিয়ে আনা এবং চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য এফডিসিকে থোক বরাদ্দ দেয়ার জন্য চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। পরিচালক সমিতি নেতৃবৃন্দ চলচ্চিত্র বিষয়ে মন্ত্রণালয় ও সমিতির প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন, সেন্সর বোর্ডে সমিতির প্রতিনিধিত্ব, যেকোনো চলচ্চিত্র সেন্সরের জন্য পরিচালক সমিতির সনদপত্র বাধ্যতামূলক করা, চলচ্চিত্রের বিভিন্ন কমিটিতে সমিতির প্রতিনিধিত্ব এবং সকল টেলিভিশনে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের সময় পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র পরিচালকের নামসহ দেখানোর পাঁচটি প্রস্তাব সংবলিতপত্র মন্ত্রীকে হস্তান্তর করেন।

পাতা-২

 চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির সহ-সভাপতি ছটকু আহমেদ, মহাসচিব শাহীন সুমন, উপ-মহাসচিব কবিরুল ইসলাম রানা, আন্তর্জাতিক ও তথ্যপ্রযুক্তি সচিব নোমান রবিন, সাংস্কৃতিকা ও ক্রীড়া সচিব শাহীন কবির টুটুল, নির্বাহী সদস্য জাকির হোসেন রাজু, বীর মুক্তিযোদ্ধা নুর মোহাম্মদ মণি সভায় অংশ নেন।

 এসময় বিএনপি’র বাজেট প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেন, ‘গত ১২ বছর ধরে বাজেটের পরপরই তাদের একই ধরণের সমালোচনা ও মন্তব্য দেখে আসছি। বিএনপিকে আমি প্রশ্ন রাখতে চাই যে, ১২ বছরে দেশটা কিভাবে এগিয়ে গেল? ১২ আগে আমাদের বাজেটের আকার ছিল ৮৮ হাজার কোটি টাকা এখন সেখান থেকে ৬ লাখ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা, ৭ গুণের বেশি, এটি কিভাবে সম্ভবপর হলো?’ বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতার অপসংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসা প্রয়োজন উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ‘বাজেট তো এখনো পাশ হয়নি, অবশ্যই প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে বিএনপি’র কোনো সুপরামর্শ থাকলে দিতেই পারেন। তারা মেধাবী কিন্তু বাজেট নিয়ে বক্তৃতায় মনে হচ্ছে তারা মেধাহীন হয়ে গেছেন।’

#

আকরাম/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৮২৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৩৫

**জাতিগত উন্নয়ন ব্রতী হতে হবে**

 **--তথ্য ও সম্প্রচার সচিব**

ঢাকা, ২৩ জ্যৈষ্ঠ (৬ জুন) :

 বস্তুগত অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি জাতিগত চেতনার উন্নয়নে ব্রতী হতে হবে বলেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে নবনিযুক্ত সচিব মোঃ মকবুল হোসেন।

 আজ সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সকল কর্মকর্তার সাথে মতবিনিময়কালে তিনি এ প্রত্যয়ের কথা ব্যক্ত করেন।  তিনি বলেন, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় জনগণ, গণমাধ্যম ও সরকারের মাঝে সেতুবন্ধের কাজ করে। স্পর্শকাতর এই কাজে প্রয়োজন সততা, নিষ্ঠা ও যত্ন। মন্ত্রণালয়ের সকলে একনিষ্ঠভাবে যার যার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে জাতিগত চেতনার উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

 মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মিজান-উল-আলম, খাদিজা বেগমসহ কর্মকর্তাবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

আকরাম/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৮২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৩৩

**সৌদিগামী প্রবাসী কর্মীদের হোটেল কোয়ারেন্টিন খরচের সরকারি ভর্তুকির ২৫ হাজার টাকা**

**প্রবাসী কর্মী বা মনোনীত প্রতিনিধির ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণ করা হবে**

ঢাকা, ২৩ জ্যৈষ্ঠ (৬ জুন) :

 মহামারি কোভিড-১৯ বিস্তার রোধকল্পে সৌদি আরব সরকার কতৃক জারিকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী ২০ মে ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত যেসব সৌদি আরব প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মী ছুটি নিজ খরচে বাধ্যতামূলক প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন পালন করেছে বা করবে, তাদেরকে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে কর্মী প্রতি ২৫ হাজার টাকা করে ভর্তুকি প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এই ভর্তুকি সংশ্লিষ্ট কর্মী বা তার মনোনীত প্রতিনিধির ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণ করা হবে।

 সংশ্লিষ্ট কর্মীগণ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট [www.probashi.gov.bd](http://www.probashi.gov.bd) অথবা ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের ওয়েবসাইট [www.wewb.gov.bd](http://www.wewb.gov.bd) অথবা জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ‍ব্যুরো’র ওয়েবসাইট [www.bmet.gov.bd](http://www.bmet.gov.bd) হতে আবেদনপত্র ডাউনলোড করে কিংবা দেশের ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবস্থিত প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক হতে আবেদন পত্র সংগ্রহ করে তা পূরণপূর্বক নিম্নলিখিত কাগজপত্রসহ আগামী ৭ জুন ২০২১ তারিখ হতে ফ্লাইটের দিন বহির্গমনের পূর্বে বিমানবন্দরে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কে জমা প্রদান করার জন্য বলা হয়েছে:

 জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) কর্তৃক প্রদত্ত স্মার্টকার্ড বা ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্স কার্ডের ফটোকপি; পাসপোর্টের প্রথম চার পৃষ্ঠার ফটোকপি; পাসপোর্টের সাথে সংযুক্ত ভিসার ফটোকপি; টিকেটের ফটোকপি এবং হোটেল বুকিংয়ের ডকুমেন্ট এর ফটোকপি।

 উল্লেখ্য, সৌদি আরব প্রবাসী যেসব কর্মী ইতোমধ্যে সৌদি আরব চলে গিয়েছে এবং নিজ ব্যয়ে কোয়ারেন্টিন সম্পন্ন করেছে বা করছে তাদেরকে একই নিয়মে সংশ্লিষ্ট আবেদনপত্র পূরণপূর্বক ৩০ জুনের মধ্যে সৌদি আরবস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস, রিয়াদ অথবা বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, জেদ্দায় ডাক মারফত জমা প্রদান করতে হবে।

#

রাশেদুজ্জামান/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৮২১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৩২

**পদ্মা বহুমুখী সেতুর চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ২৩ জ্যৈষ্ঠ (৬ জুন) :

 সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের জানিয়েছেন, পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের মূল সেতুর বাস্তব কাজের অগ্রগতি শতকরা ৯৩ দশমিক ৫০ ভাগ, নদীশাসন কাজের অগ্রগতি শতকরা ৮৩ দশমিক ৫০ ভাগ এবং প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি শতকরা ৮৬ ভাগ। মূল সেতুর ২৯১৭টি রোডওয়ে স্ল্যাব এর মধ্যে ২৬২৭টি এবং ২৯৫৯টি রেলওয়ে স্ল্যাব এর মধ্যে ২৮৪৭টি রেলওয়ে স্ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

 মন্ত্রী আজ বনানীস্থ সেতু ভবনে সেতু বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা শেষে এসব কথা জানান।

 মন্ত্রী আরো জানান, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে দুইটি টিউব বিশিষ্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের ২৪৫০ মিটার দৈর্ঘের প্রথম টানেল টিউবের রিং প্রতিস্থাপনসহ ৮১৫ মিটার রোড স্ল্যাব ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২৪৫০ মিটার দৈর্ঘের দ্বিতীয় টানেল টিউবের ১৬১০ মিটারের বোরিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি শতকরা ৬৯ ভাগ।

 এ সময় সেতু বিভাগের সচিব মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক, বিভিন্ন প্রকল্পের পরিচালকগণসহ সেতু বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

ওয়ালিদ/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৩১

চা দিবসের সেমিনারে বাণিজ্যমন্ত্রী
**২০২৫ সালে ১৪০ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদনের লক্ষ্য নিয়ে রোডম্যাপ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে**

ঢাকা, ২৩ জ্যৈষ্ঠ (৬ জুন) :

 বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন,  আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে ১৪০ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে চা শিল্পের রোডম্যাপ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। চা এর উৎপাদন বেড়েই চলছে। একই সাথে বাড়ছে চাহিদা। বিদেশেও বাংলাদেশের চায়ের বিপুল চাহিদা রযেছে। অভ্যন্তরিণ চাহিদা মিটিয়ে চা তেমন রপ্তানি করা যাচ্ছে না। চায়ের উৎপাদন বাড়িয়ে রপ্তানির চেষ্টা করা হচ্ছে। মন্ত্রী বলেন, দেশে চায়ের উৎপাদন বাড়াতে উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসতে হবে। সরকার প্রয়োজনীয় সবধরনের সহযোগিতা প্রদান করবে। চায়ের ন্যায্যমূল নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছে সরকার।

 মন্ত্রী আজ ঢাকায় বাংলাদেশ চা বোর্ড আয়োজিত ‘১ম জাতীয় চা দিবস-২০২১’ উদ্‌যাপন উপলক্ষে জুম প্ল্যাটফর্মে  “বাংলাদেশের চা শিল্পঃ  সমস্যা ও সম্ভাবনা” শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য প্রদানের সময় এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, ২০২৫ সালে চায়ের সম্ভাব্য অভ্যন্তরীণ চাহিদা হবে ১২৯ মিলিয়ন কেজি। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে  অতিরিক্ত ১১ মিলিয়ন কেজি চা রপ্তানি করা সম্ভব হবে। চা বাংলাদেশের অন্যতম রপ্তানি পণ্য হবে বলে আশা করা যায়। দেশের চা উৎপাদনের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। গত ২০১৯ সালে বাংলাদেশে  ৯৬.০৭ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদিত হয়েছে। বাংলাদেশ ২০২০ সালে ২২টি দেশে মোট ২.১৭ মিলিয়ন কেজি চা রপ্তানি করেছে, যা ২০১৯ সালের রপ্তানির তুলনায় প্রায় ২৬০% বেশি। দেশের উত্তরাঞ্চলে চা উৎপাদনে আশাব্যাঞ্জক সারা পাওয়া যাচ্ছে। সেখানে দিন দিন চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্মিলিত ভাবে প্রচেষ্টা চালালে চা শিল্পের রোডম্যাপ বাস্তবায়ন করা সম্বব।

 ড. মঈদউদ্দীন আহমেদের সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মোঃ জহিরুল ইসলাম এনডিসি, পিএসসি। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব তপন কান্তি ঘোষ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশিয় চা সংসদের সভাপতি এম শাহ আলম, টি ট্রেডার্স এসোসিয়েশন অভ্‌ বাংলাদেশ এর সভাপতি শাহ মঈনুদ্দীন হাসান, পঞ্চগড় টি গ্রোয়ার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি আমিরুল হকসহ চা শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং গণমাধ্যমকর্মীগণ।

#

বকসী/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৭৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৩০

**অচিরেই বাংলাদেশ হবে খাদ্য উদ্বৃত্ত দেশ**

 **-- খাদ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ জ্যৈষ্ঠ (৬ জুন) :

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, সরকার ক্ষুধামুক্ত, আত্মনির্ভরশীল ও উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। ইতোমধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে, এখন নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিতকরণ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অন্যতম অগ্রাধিকার কর্মসূচি।

মন্ত্রী আজ সচিবালয়ে তাঁর অফিস কক্ষ থেকে ইউএন ফুড সিস্টেম সামিট ২০২১ আয়োজনের প্রস্তুতিতে বাংলাদেশের ‘দ্বিতীয় জাতীয় পর্যায়ের সংলাপ’ শীর্ষক সেমিনারে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খাদ্য নিরাপত্তার কথা বিবেচনায় নিয়ে কৃষির উন্নয়নে পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিলেন। তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ খ্যাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে।

সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদাপূরণ ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে নানা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টিনীতি ২০২০ প্রণয়ন ও দ্বিতীয়  জাতীয় পুষ্টি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

খাদ্যমন্ত্রী বলেন, আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের রোল মডেল। দেশের মানুষের জীবন মান বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, খাদ্য ও পুষ্টিখাতকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। অচিরেই বাংলাদেশ হবে খাদ্য উদ্বৃত্ত দেশ।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুমের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো: মেসবাহুল ইসলাম, সাবেক সচিব  জাকির হোসেন আকন্দ, জাতিসংঘ ফুড এন্ড এগ্রিকালচার এর কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টিভ রবার্ট ডি সিম্পসন, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্লাইমট চেঞ্জ এন্ড ডেভলপমেন্ট এর ডাইরেক্টর প্রফেসর ড. সালিমুল হক। বিভন্ন মন্ত্রণালয়ের  ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও গণমাধ্যম প্রতিনিধিগণ এ সময়ে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন।

#

কামাল/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৭৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬২৯

**কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধকল্পে বিধিনিষেধ আরোপের সময়সীমা ১৬ জুন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে**

ঢাকা, ২৩ জ্যৈষ্ঠ (৬ জুন) :

 করোনাভাইরাসজনিত রোগ (কোভিড-১৯) সংক্রমণের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় পূর্বের সকল বিধি-নিষেধ ও কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১২, ১৩, ২০ ও ২৮ এপ্রিল এবং ৫, ১৬, ২৩ ও ৩০ মে ২০২১ এর নির্দেশনাসমূহের অনুবৃত্তিক্রমে নিম্নোক্ত শর্তাবলি সংযুক্ত করে এ বিধি-নিষেধের আরোপের সময়সীমা আগামী ৬ জুন ২০২১ মধ্যরাত হতে ১৬ জুন ২০২১ মধ্যরাত পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

শর্তাবলীগুলো হলো :

* সকল পর্যটনস্থল, রিসোর্ট, কমিউনিটি সেন্টার ও বিনোদন কেন্দ্র বন্ধ থাকবে;
* জনসমাবেশ হয় এ ধরণের সামাজিক (বিবাহোত্তর অনুষ্ঠান (ওয়ালিমা), জন্মদিন, পিকনিক, পার্টি ইত্যাদি), রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বন্ধ রাখতে হবে;
* খাবারের দোকান ও হোটেল-রেঁস্তোরাসমূহ সকাল ৬ ঘটিকা হতে রাত ১০ ঘটিকা পর্যন্ত খাদ্য বিক্রয়/সরবরাহ (Takeaway/Online) করতে পারবে এবং আসন সংখ্যার অর্ধেক সেবাগৃহীতাকে সেবা প্রদান করতে পারবে;
* কোভিড-১৯ এর উচ্চঝুঁকি সম্পন্ন জেলাসমূহের জেলা প্রশাসকগণ সংশ্লিষ্ট কারিগরি কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে স্ব স্ব এলাকার সংক্রমণ প্রতিরোধে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন; এবং
* আন্তঃজেলাসহ সব ধরণের গণপরিবহণ আসন সংখ্যার অর্ধেক যাত্রী নিয়ে চলাচল করতে পারবে। তবে, অবশ্যই যাত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে মাস্ক পরিধানসহ স্বাস্থ্যবিধি মানতে হবে।

 আজ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারী করেছে।

#

রেজাউল/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৭৩২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬২৭

**ঐতিহাসিক** **৬ দফা দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৩ জ্যৈষ্ঠ (৬ জুন) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ৭ই জুন ঐতিহাসিক ৬ দফা দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ও স্বাধীনতার ইতিহাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক ৬-দফা একটি অন্যতম মাইলফলক। ঐতিহাসিক এ দিনে আমি জাতির পিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। ৬-দফা দাবি বাস্তবায়নের জন্য যাঁরা জীবন দিয়েছেন আমি তাঁদের স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই।

 বাঙালির স্বাধীনতা একদিনে অর্জিত হয়নি। ১৯৪৮ সালে বাংলা ভাষার দাবিতে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তার সফল পরিসমাপ্তি ঘটে ’৫২-এর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। রচিত হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। এরপর ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন, ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ১৯৬২ সালে শিক্ষা কমিশন আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ১৯৬৬ সালে লাহোরে সর্বদলীয় সম্মেলনে ঐতিহাসিক
৬-দফা প্রস্তাব পেশ করেন। শাসনতান্ত্রিক কাঠামো, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা, মুদ্রানীতি, রাজস্ব ও করনীতি, বৈদেশিক বাণিজ্য, আঞ্চলিক বাহিনী গঠনসহ এই ৬-দফার মধ্যেই তিনি পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেন, যার মধ্যে নিহিত ছিল বাঙালির স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের রূপরেখা।

 ঐতিহাসিক ৬-দফা ঘোষণার পর শাসকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুকে বারবার গ্রেফতার করে এবং তাঁর উপর অমানবিক নির্যাতন চালায়। তা সত্ত্বেও তিনি ৬-দফার দাবি থেকে পিছপা হননি। তাঁর নেতৃত্বে দাবি আদায়ের আন্দোলন বেগবান হয় এবং তা অল্প সময়ের মধ্যে সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। শাসকগোষ্ঠী ৬-দফার আন্দোলন স্তিমিত করতে গ্রেফতার, নির্যাতনসহ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৯৬৬ সালের ৭ জুন ৬-দফা দাবির সমর্থনে আওয়ামী লীগের আহ্বানে প্রদেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট চলাকালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মদদে পুলিশের গুলিতে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে ১১ ব্যক্তি নিহত হন। আহত ও গ্রেফতার হন অনেকে।

 ঐতিহাসিক ৬-দফা কেবল বাঙালি জাতির মুক্তিসনদ নয়, সারা বিশ্বের নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের মুক্তি আন্দোলনের অনুপ্রেরণার উৎস। তরুণ প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুর ৬-দফার দাবি থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে বলে আমার বিশ্বাস। বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন। তাঁর সেই স্বপ্ন পূরণে তথা সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে আমি সকলের প্রতি আহ্বান জানাই।

 জয় বাংলা।

 খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/পরীক্ষিৎ/মেহেদী*/আসমা/২০২১/১৫২০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬২৬

ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস

**বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন এবং ই-পোস্টার প্রকাশ করেছে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি**

ঢাকা, ২৩ জ্যৈষ্ঠ (৬ জুন) :

 আগামীকাল ৭ জুন বাঙালির মুক্তির সনদ ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ হতে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং ই-পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে।

 বাঙালি জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ও স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের অংশ হিসেবে আয়োজিত উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে বিশেষ বক্তব্য প্রদান করবেন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। অনুষ্ঠানটি আগামীকাল বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বেসরকারি টেলিভিশন, অনলাইন ও সোশ্যাল মিডিয়ায় সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টার মধ্যে প্রচারিত হবে।

 এছাড়া দিবসটি উপলক্ষ্যে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ হতে প্রকাশিত ই-পোস্টারের শিরোনাম করা হয়েছে ‘৭ই জুন বাঙালির মুক্তির সনদ ঐতিহাসিক ৬ দফা দিবস: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা।’ উক্ত ই-পোস্টার জাতীয় দৈনিক, টেলিভিশন চ্যানেল, অনলাইন পত্রিকা ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচারের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ হতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

#

মোহসিন/পরীক্ষিৎ/মেহেদী*/আসমা/২০২১/১৫২০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫২৮

প্রতিবন্ধী আকলিমাকে ল্যাপটপ প্রদান

**৬৪ জেলায় ৫৫০টি বিডিসেট স্থাপন করা হবে**

 **- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ জ্যৈষ্ঠ (৬ জুন) :

 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, ‘তরুণদের প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসংস্থানের জন্য জামালপুরে একটি হাইটেক পার্ক নির্মাণ এবং জামালপুরের প্রতিটি উপজেলাসহ দেশের ৬৪ জেলায় ৫৫০টি ‘ডিজিটাল সার্ভিস অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট ট্রেনিং সেন্টার (বিডিসেট)’ স্থাপন করা হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ জামালপুরের শারীরিক প্রতিবন্ধী আকলিমা আক্তারকে ল্যাপটপ প্রদানকালে এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তিনি এ ল্যাপটপটি প্রদান করেন।

 জামালপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য মির্জা আজম ঢাকার আগারগাঁওয়ে আইসিটি বিভাগে প্রতিমন্ত্রীর দপ্তরে আকলিমা আক্তারের পক্ষে এ ল্যাপটপটি গ্রহণ করেন। এসময় জামালপুর প্রান্ত থেকে অনলাইনে যুক্ত হন আকলিমা আক্তার, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং সাংবাদিকবৃন্দ।

 পলক বলেন, আইসিটি খাতে বিগত ১২ বছরে ১৫ লাখ তরুণ-তরুণীর প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসংস্থান হয়েছে। আগামীতে ৬৪ জেলায় বিশেষভাবে সক্ষমদের প্রশিক্ষণ দেয়ার পর তাদের হাতে বিশ্বজয়ের হাতিয়ার ল্যাপটপ প্রদান করা হবে। এছাড়াও ৪ হাজার ফ্রিল্যান্সারকে ল্যাপটপ উপহার দেয়া হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের যে কোন প্রান্ত থেকে যে সকল শারীরিক প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীরা প্রযু্ক্তিনির্ভর সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন, তাদের সে স্বপ্নপূরণের জন্য আইসিটি বিভাগ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার সবসময়ই যে কোন প্রয়োজনে তাদের পাশে থাকবে। শারীরিক প্রতিবন্ধীরা অনেকেই প্রতিভাবান উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে তাদের প্রতিভার সঠিক বিকাশ ঘটাতে এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছলতা আনতে আমাদের সকলের কার্যকরি ভূমিকা পালন করতে হবে।

 তিনি আকলিমার সংগ্রামী জীবন নিয়ে প্রতিবেদন তুলে ধরার জন্য ৭১ টেলিভিশন ও চাকুরি প্রদানের জন্য জামালপুর পৌরসভার মেয়রকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

 উল্লেখ্য, জামালপুর পৌরসভার কম্পুপুর গ্রামের কৃষক আলতাফ হোসেনের পাঁচ ছেলে মেয়ের মধ্যে আকলিমা দ্বিতীয়। জন্মের ছয় মাস পর টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে স্বাভাবিক হাটা চলার শক্তি হারিয়ে ফেলেন তিনি। কিন্তু প্রতিবন্ধকতার কাছে সে হার মানেনি। মায়ের কোলে চড়ে আর হামাগুড়ি দিয়ে ক্লাস করে অর্জন করেছেন মাস্টার্স ডিগ্রি। পড়ালেখা শেষে চাকুরীর জন্য যখন দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন তখন আকলিমার সাহায্যে এগিয়ে আসেন জামালপুর পৌর মেয়র। তিনি আকলিমাকে পৌরসভার কর আদায় শাখায় কম্পিউটার অপারেটর পদে নিয়োগ দেন।

#

শহিদুল/পরীক্ষিৎ/মেহেদী*/আসমা/২০২১/১৫৪০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬২৫

**প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে**

 **- সমাজকল্যাণ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ জ্যৈষ্ঠ (৬ জুন) :

 সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেছেন, বিগত দিনের সরকার আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় কুৎসা রটিয়ে ছিল। সেটাকে সামলিয়ে বাস্তবতার আলোকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিভিন্ন মন্ত্রনালয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে সফলতা অর্জন করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

 মন্ত্রী গতকাল লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী সরকারী জিএস মডেল স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে দেশব্যাপী প্রাণীসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রনালয় এর আওতায় প্রাণীসম্পদ প্রদর্শণী ২০২১ উপলক্ষ্যে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 আদিতমারী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মুহাম্মদ মনসুর উদ্দিনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান চিত্তরঞ্জন সরকার। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ মোশারফ হোসেন।

 মন্ত্রী বলেন, সরকার প্রাণীসম্পদ বিভাগের উন্নয়নের লক্ষ্যে করোনার ক্ষতি পুষিয়ে উঠতে খামারিদেরকে প্রণোদনা সহায়তা করেছেন। বর্তমানে প্রাণীসম্পদ বিভাগের যে সমস্ত উন্নয়ন কর্মকান্ড চলমান রয়েছে সে সমস্ত কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য সবাইকে এক হয়ে কাজ করে যেতে হবে।

 মন্ত্রী সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে সাধারন মানুষের মাঝে সেবা পৌঁছে দিবেন। প্রাণীসম্পদ বিভাগের মত এরকম নানা রকম প্রদর্শণী আয়োজন করলে মানুষ আরও উৎসাহিত হবে।

 উল্লেখ্য, প্রদর্শণীতে দেশী ও বিদেশী উন্নত জাতের বিভিন্ন প্রকার গাভী, ষাঁড়, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাসঁ-মুরগি, কবুতরসহ বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী এবং বিভিন্ন ভেটেরিনারি ঔষধ কোম্পানিসহ ৫০টি স্টল স্থান পায়।

#

জাকির/পরীক্ষিৎ/মেহেদী*/আসমা/২০২১/১৩৪৫ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬২৪

**ঐতিহাসিক** **৬ দফা দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৩ জ্যৈষ্ঠ (৬ জুন) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৭ই জুন ঐতিহাসিক ৬ দফা দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “বাংলাদেশের ইতিহাসে ৭ই জুন এক অবিস্মরণীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ দিন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত ৬-দফা আন্দোলন ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন নতুন মাত্রা পায়।

 বাঙালির মুক্তির সনদ ৬-দফা আদায়ের লক্ষ্যে এ দিন আওয়ামী লীগের ডাকে হরতাল চলাকালে নিরস্ত্র জনতার ওপর পুলিশ ও তৎকালীন ইপিআর গুলিবর্ষণ করে। এতে ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জে মনু মিয়া, আবুল হোসেন, সফিক ও শামসুল হকসহ ১১ জন শহিদ হন। আজকের এই দিনে আমি ঐতিহাসিক ৭ই জুনসহ স্বাধীনতা সংগ্রামের সকল শহিদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

 পাকিস্তানি শাসন-শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে আইয়ুব খান সরকারের বিরুদ্ধে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান-এর নেতৃত্বে লাহোরে তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সব বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ে ডাকা বিরোধী দলীয় এক জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করলে জাতির পিতা ১৯৬৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি সেখানে ঐতিহাসিক ৬-দফা প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাব গৃহীত হয় না। পূর্ব বাংলার ফরিদ আহমদও প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন । ৬ই ফেব্রুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকটি পত্রিকা এ দাবি সম্পর্কে উল্লেখ করে বলে যে পাকিস্তানের দুটি অংশ বিচ্ছিন্ন করার জন্যই ৬-দফা আনা হয়েছে। ১০ই ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাংবাদিক সম্মেলন করে এর জবাব দেন। ১১ ফেব্রুয়ারি দেশে ফিরে তিনি ৬-দফার পক্ষে দেশব্যাপী প্রচারাভিযান শুরু করেন। বাংলার জনমানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ৬-দফার প্রতি সমর্থন জানায়। ৬-দফা হয়ে উঠে দেশের শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের মুক্তির সনদ।

 ৬-দফার প্রতি ব্যাপক জনসমর্থন এবং বঙ্গবন্ধুর জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকার ৬-দফার রূপকার বঙ্গবন্ধুকে ৮ই মে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠায়। কিন্তু ৬-দফা বাঙালির প্রাণের দাবীতে পরিণত হয়। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে
৬-দফার প্রতি বাঙালির অকুণ্ঠ সমর্থনে রচিত হয় স্বাধীনতার রূপরেখা। জাতির পিতার ২৩ বছরের দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রাম ও রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হয় বাংলাদেশ।

 ঐতিহাসিক ৭ই জুনসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সংগ্রামের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার অক্ষুণ্ন রাখতে আওয়ামী লীগ সরকার বদ্ধপরিকর। আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আমরা দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে স্বাধীনতার সুফল পৌঁছে দিতে কাজ করছি। গত ১২ বছরে আমরা দেশের অভূতপূর্ব উন্নয়ন করেছি। বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন করেছি। মানুষের জীবনমান উন্নয়ন করেছি। প্রায় শতভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে। ভূমিহীন-গৃহহীনদের আমরা বিনামূল্যে গৃহ নির্মাণ করে দিচ্ছি।

 করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের ফলে আমরা ২০২০ সালের ১৭ই মার্চ থেকে বছরব্যাপী জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী-মুজিববর্ষ সীমিত পরিসরে উদযাপন করে আসছিলাম। এ বছর বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০-বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ যুগপৎভাবে ‘মুজিব চিরন্তন’ প্রতিপাদ্য নিয়ে আমরা ১৭ই মার্চ হতে ২৬শে মার্চ পর্যন্ত দশ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার মাধ্যমে সফলভাবে উদযাপন করেছি। সকলের প্রতি অনুরোধ থাকবে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে, মাস্ক পরিধান করে, গণজমায়েত না করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ঐতিহাসিক ৭ই জুনের সকল কর্মসূচি পালন করবেন।

 বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে, দেশ আরও এগিয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ্, ২০৪১ সালের মধ্যে বিশ্বে বাংলাদেশ হবে উন্নত, সমৃদ্ধ ও আধুনিক রাষ্ট্র। ৭ই জুনের শহিদদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে বিনির্মাণ করবো জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/পরীক্ষিৎ/মেহেদী*/আসমা/২০২১/১২৩০ ঘণ্টা*